সংবাদ

প্রকল্পের অর্থের অপব্যবহার

৫ মাদ্রাসায় শাখা নেই তবু বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ

রাকিব উদ্দিন

প্রয়োজন ছাড়াই ২৮টি মাদ্রাসায় শিক্ষা উপকরণ ও বিজ্ঞান শাখা না থাকা সত্ত্বেও ৫টি মডেল মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এখন ৩৩টি মাদ্রাসার অব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ- বিশেষ করে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, মূল্যবান বই নষ্ট হচ্ছে। এসব মাদ্রাসায় লাইব্রেরি, আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপন, উন্নতমানের চেয়ার-টেবিলও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু দাতা সংস্থার ঋণের অর্থে কেনা বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক শিক্ষা উপকরণ কেউ ব্যবহার করছে না।

মাউশির পরিকল্পনা অনুবিভাগের একটি পরিদর্শন দল সম্প্রতি মডেল মাদ্রাসাগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। এতে এই মডেল মাদ্রাসার বেহালদশার চিত্র ফুটে উঠেছে। শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, এগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কর্মকর্তারা এখন একে অন্যের ওপর দায় চাপাচ্ছেন। যথাযথভাবে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিতের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনেক দফা নির্দেশনা দিলেও তা কোন কাজে আসছে না।

'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' বা এসইএসডিপি প্রকল্পের অধীনে মোট ৩৩টি আলিম স্তরের মাদ্রাসাকে মডেল মাদ্রাসায় রূপান্তর করা হয়েছে। মামলা চলমান থাকায় ২টি মাদ্রাসাকে মডেলে রূপান্তর করা যাচ্ছে না। মডেলে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে প্রতিটি

মাদ্রাসায় : পৃষ্ঠা : ২ ক

মাদ্রাসায় : শাখা নেই

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মাদ্রাসায় ২০টি করে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ দিয়ে আইসিটি ল্যাবরেটরি স্থাপন, ৯৯৪টি বই দিয়ে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এসইএসডিপি প্রকল্পের পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) রতন কুমার রায় সংবাদকে বলেন, 'অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রতিটি মডেল মাদ্রাসায় প্রায় ৭০ লাখ টাকার শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। এগুলো ব্যবহারের জন্য আমরা বারবার মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে তাগিদও দিচ্ছি। এরপরও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার না করলে আমরা কী করতে পারি?'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মডেলে রূপান্তরিত মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে বিজ্ঞান শাখার অনুমোদনই নেই। অথচ এসব মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার অত্যাধুনিক উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে, যা এখন বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে আছে। বিজ্ঞান শাখার অনুমোদন নেই এমন মাদ্রাসার মধ্যে খাগড়াছড়ির রামগড় বলিয়াতুল উলুম মডেল মাদ্রাসা, চট্টগ্রামের ষোলশহরের আহমদিয়া সুন্নিয়া মডেল মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুরের মাদারী ইসলামিয়া মডেল মাদ্রাসা, সিলেটের আমেশর মডেল মাদ্রাসা ও সুনামগঞ্জের দিল-ই সিনিয়র মডেল আলিম মাদ্রাসা অন্যতম।

মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. সিরাজুল হক কয়েকদিন আগে সংবাদকে বলেন, 'বিজ্ঞান শাখা না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে কিছু মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে, তা বোধগম্য নয়। এসব শিক্ষা উপকরণ অবিলম্বে মাদ্রাসা থেকে তুলে আনার জন্য আমি প্রকল্প কর্মকর্তাদের একাধিকবার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু কাজ হচ্ছে না।' তিনি বলেন, 'এভাবে প্রকল্পের অর্থ অপব্যয় হতে পারে না।' এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক রতন কুমার রায় বলেন, 'এসব মাদ্রাসার সুপাররা (অধ্যক্ষ) স্বীকার করেছিল বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ সরবরাহের পর তারা বিজ্ঞান শাখা খুলবেন। কিন্তু এখন তারা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। বিজ্ঞান শাখা খুলতে চাচ্ছে না। বিজ্ঞান শাখা খুলতে আমরা বারবার চাপ দিচ্ছি। কিন্তু সুপাররা উদাসীনতা দেখাচ্ছেন।'

জানা যায়, সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি এসইএসডিপি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। ৭৯৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকার এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ হচ্ছে আগামী ডিসেম্বরে।